Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 _(Index Copernicus International)_
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.93-97
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রহস্য রোমান্সে ঘেরা সেন রাজবংশ...

নিমাই চন্দ্র পাত্র
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, পাঁচমূড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The social condition of Bengal during Sen's rule is described here. Especially with fables describing how history is lost in the maze. Many places the Sen regime in the absence of evidence Many places are unexplored even today. Bringing to light that unexplored part is the main theme of this article.
Key words: Ballali Daridr, Laxman Sen, Ballal Sen, Baba Adam, Gobinda Das, Karcha.

বল্লাল সেন এর সাথে নীচ- কুল-জাতা-রমনী হাঁড়ির কন্যা পদ্মিনীর কাহিনী কি আমাদের বল্লাল সেনকে জাত পাতের উর্ধ্বে স্থান দেয়? তার উদার মনের পরিচয় দেয়? পৃথিবীতে ধনী দরিদ্র এই দুই জাতি রয়েছে মাত্র তার আভাস দেয়? সোনাদানা টাকা কড়ির দ্বারা সমাজের সব কিছুই জলচল হয়ে যায়? পরমা সুন্দরী হাঁড়ির কন্যা পদ্মিনিকে দেখে বল্লাল মুগ্ধ। তার কাছে পানিগ্রহনের প্রস্তাব দেন প্রেমিক বল্লাল। রাজপ্রাসাদে তাকে এনে তার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো বশীভূত হয়ে যান বল্লাল। তাকে পট্ট মহিষীর সম্মান দিতে চান। ঘটনাটি নিয়ে পিতা পুত্রের বিরোধ বাঁধে, পদ্মিনীকে সমাজে চালানোর জন্য বল্লালের সেকি আন্তরিক প্রয়াস।পদ্মিনির রান্না করা ভাত বৈদ্যজাতির মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রকে খেতে আমন্ত্রণ জানান। যারা ভাত খেয়েছিলেন তাদের বল্লাল সেন সোনার পিঁড়ি সহ ভোজন পাত্রের সব সরঞ্জাম উপহার দেন।এরাই কুলচ্যুত হয়ে স্বর্নপিঠীর উপাধীর ব্যঙ্গ বয়ে সমাজে এখনও রয়েছেন। ব্যাপারটা এমনই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে রাজগুরু ভীম ওঝা গ্রাম ত্যাগ করে দূরে বাস করেন। অনেক ব্রাহ্মণ রাজ দরবার ছেড়ে দূরে চলে যান। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারে এই যে যারা বল্লালের এই কাজের বিরোধিতা করেছিলেন তাকে ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন তিনি তাদের ছেড়ে দেননি।বৃত্তি বন্ধ করে দেননি।আরও আশ্চর্য তাদের তা গ্রহণের ব্যাপারটি নয় কি? এই জন্যই বলে টাকার জাত হয় না। কি আশ্চর্য এই বল্লাল চরিত্র একদিকে তিনি ধার্মিক, অন্যদিকে শত্রু দমনে চতুর- প্রবঞ্চক। প্রেমের ব্যাপারে জাতপাত এর উর্ধ্বে প্রেমের আকর --আর উপ-পত্নীর আগারে লম্পট মাতাল।আর পাণ্ডিত্যের পরিচয় তার দানসাগর, অদ্ভুত সাগর। সত্যিই অদ্ভুত এই বল্লাল।তার অবারিত দানে রাজকোষশূন্য হয়ে যেত।এখনো গ্রামবাংলায় মা মাসিরা “বল্লালি দারিদ্র্যে”র উদাহরণ দেন।

এর ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটেছিল বাংলার রাজ বংশেই লক্ষণ সেনের আমলে।লক্ষণ সেনের শ্যালক কুমারদত্ত একদিন গঙ্গায় জল পান করতে এসে বণিক বধু মাধবীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। কুমারদত্ত

মাধবীকে নানা প্রলোভন দেখালেও মাধবী অটল।তখন কুমার দত্ত বলল আমি যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই তোমাকে কে রক্ষা করবে? মাধবী বলল লক্ষণ সেনের রাজ্যে পরস্ত্রী ধর্ষণ করে এমন শক্তি কার? অবশেষে কুমার দত্ত এক নাপিতানিকে নিয়োগ করে, নাপিতানির দ্বারা কুমার দত্ত প্রতারিত হন।নাপিতানি কুমার দত্তকে বলে মাধবী বলেছে কুমার দত্ত যেন আমার শ্বশুর এবং স্বামীকে কিছু বেশি মূল্য দিয়ে অলংকার তৈরি করতে দেন। পরে কুমার দত্ত যেন বলে যে অলংকার গুলিতে সোনা কম রয়েছে। তারপর কুমার দত্ত আমার শ্বশুর ও স্বামীকে বেঁধে নিয়ে যায়। শাশুড়ি চোখে কম দেখে কানে কম শুনে তাই আমাদের মিলনের সুবিধা হবে। কথামতো সব কাজ হওয়ার পর কুমার দত্ত নাপিতানির কথায় প্রতারিত হয়ে মাধবীর বাড়িতে উপস্থিত হয়।কুমারদত্ত মাধবীর শাড়ির আঁচল ধরে টানার সময় একটা ধস্তাধস্তি হয়, পড়শিরা মাধবীর চিৎকারে ছুটে এলে কুমার দত্ত পালায়।মাধবী মন্ত্রী রাজ্যসভায় গিয়ে অভিযোগ করে।গোবর্ধন আচার্য রাজসভার বিচারক।তিনি সন্ন্যাসী মাধবীর অভিযোগ শোনার পর রানী বলেন মন্ত্রী উমা প্রতিধর ঘোর পাপিষ্ঠ। এর প্ররোচনায় এই ঘটনাটি ঘটেছে।রাণী এই কথা বলায় শোভা চুপ হয়ে যায়।রাজা মাথা হেট করে থাকেন।রানী তখন মাধবীকে বলেন নির্লজ্জ, দ্বিচারিনী তুই কোন সাহসে আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিস। তোকে আমি এমন শাস্তি দেব যাতে ভবিষ্যতে কারো মন্ত্রণায় তুই এমন কাজ আর করবি না। মাধবী তখন বলে, মা আপনার পিতৃকুলে এমন ব্যবহার ছিল না যে একজনের পত্নীকে অপরের গ্রহণ করে। মা আপনি যদি আজ্ঞা করেন তবে আমি আপনার ভাইকে ভজনা করব।এই কথা বলায় রানী মাধবীকে চুল ধরে টেনে লাথি মারেন। তখন গোবর্ধন আচার্য লক্ষণ সেনকে বকাবকি করেন বলেন মহারাজ আপনি কেমন ধার্মিক বুঝলাম।তারপর গোবর্ধন আচার্য রানীকে বললেন রাজার স্ত্রী এই গৌরবের মাথায় তুমি পদাঘাত করেছ।তোমার ভাই একে ধর্ষণ করতে যাওয়ায় তুমি একে পদাঘাত করেছ।এ রাজ্য শীঘ্র নষ্ট হবে। রামপাল তার পুত্র এক স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করেছিল এই অভিযোগে তাকে শুলে দিয়েছিলেন একথা মনে নেই। এই বলে আচার্য চলে যেতে উদ্ধত হলে রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে নিবৃত্ত করেন।কুমার দত্তকে বধ করতে উদ্ধত হলে মাধবী বলে মহারাজ একে ক্ষমা করুন। ইনি আমার হাত ও কাপড় ধরে টানাটানি করলেও আমার ইজ্জত প্রাণ ও জাত যায়নি।আমি শুধু শশুর ও স্বামীর জন্য বিচার চেয়েছিলাম। লক্ষণ সেনের রানী বল্লভা যে অত্যাচারীনি ছিলেন আর রাজা যে তার নত মস্তকে প্রথমে মেনে নিত তারা আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে।

এর ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটেছিল বাংলার রাজ বংশেই লক্ষণ সেনের আমলে।লক্ষণ সেনের শ্যালক কুমারদত্ত একদিন গঙ্গায় জল পান করতে এসে বণিক বধু মাধবীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। কুমারদত্ত মাধবীকে নানা প্রলোভন দেখালেও মাধবী অটল।তখন কুমার দত্ত বলল আমি যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই তোমাকে কে রক্ষা করবে? মাধবী বলল লক্ষণ সেনের রাজ্যে পরস্ত্রী ধর্ষণ করে এমন শক্তি কার? অবশেষে কুমার দত্ত এক নাপিতানিকে নিয়োগ করে, নাপিতানির দ্বারা কুমার দত্ত প্রতারিত হন।নাপিতানি কুমার দত্তকে বলে মাধবী বলেছে কুমার দত্ত যেন আমার শ্বশুর এবং স্বামীকে কিছু বেশি মূল্য দিয়ে অলংকার তৈরি করতে দেন। পরে কুমার দত্ত যেন বলে যে অলংকার গুলিতে সোনা কম রয়েছে। তারপর কুমার দত্ত আমার শ্বশুর ও স্বামীকে বেঁধে নিয়ে যায়। শাশুড়ি চোখে কম দেখে কানে কম শুনে তাই আমাদের মিলনের সুবিধা হবে। কথামতো সব কাজ হওয়ার পর কুমার দত্ত নাপিতানির কথায় প্রতারিত হয়ে মাধবীর বাড়িতে উপস্থিত হয়।কুমারদত্ত মাধবীর শাড়ির আঁচল ধরে টানার সময় একটা ধস্তাধস্তি হয়, পড়শিরা মাধবীর চিৎকারে ছুটে এলে কুমার দত্ত পালায়।মাধবী মন্ত্রী রাজ্যসভায় গিয়ে অভিযোগ করে।গোবর্ধন আচার্য

রাজসভার বিচারক।তিনি সন্ন্যাসী মাধবীর অভিযোগ শোনার পর রানী বলেন মন্ত্রী উমা প্রতিধর ঘর পাপিষ্ঠ। এর প্ররোচনায় এই ঘটনাটি ঘটেছে।রাণী এই কথা বলায় শোভা চুপ হয়ে যায়।রাজা মাথা হেড করে থাকেন।রানী তখন মাধবীকে বলেন নির্লজ্জ দ্বিচারিনী তুই কোন সাহসে আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিস। তোকে আমি এমন শাস্তি দেব যাতে ভবিষ্যতে কারো মন্ত্রণায় তুই এমন কাজ আর করবি না। মাধবী তখন বলে, মা আপনার পিতৃকুলে এমন ব্যবহার ছিল না যে একজনের পত্নীকে অপরের গ্রহণ করে। মা আপনি যদি আজ্ঞা করেন তবে আমি আপনার ভাইকে ভজনা করব।এই কথা বলায় রানী মাধবীকে চুল ধরে টেনে লাথি মারেন। তখন গোবর্ধন আচার্য লক্ষণ সেনকে বকাবকি করেন বলেন মহারাজ আপনি কেমন ধার্মিক বুঝলাম।তারপর গোবর্ধন আচার্য রানীকে বললেন রাজার স্ত্রী এই গৌরবের মাথায় তুমি পদাঘাত করেছ।তোমার ভাই একে ধর্ষণ করতে যাওয়ায় তুমি একে পদাঘাত করেছ।এ রাজ্য শীঘ্র নষ্ট হবে। রামপাল তার পুত্র এক স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করেছিল এই অভিযোগে তাকে শুলে দিয়েছিলেন একথা মনে নেই। এই বলে আচার্য চলে যেতে উদ্ধত হলে রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে নিবৃত্ত করেন।কুমার দত্তকে বধ করতে উদ্ধত হলে মাধবী বলে মহারাজ একে ক্ষমা করুন। ইনি আমার হাত ও কাপড় ধরে টানাটানি করলেও আমার ইজ্জত প্রাণ ও জাত যায়নি।আমি শুধু শশুর ও স্বামীর জন্য বিচার চেয়েছিলাম। লক্ষণ সেনের রানী বল্লভা যে অত্যাচারীনি ছিলেন আর রাজা যে তার নত মস্তকে প্রথমে মেনে নিত তারা আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে।

রাজার উপর রাণীদের প্রভাব যে কত প্রবল তার উদাহরণ লক্ষণ সেন নিজে।রত্নপ্রভা নামে লক্ষণ সেনের অপর একজন রানী ছিল।লক্ষণ সেন কাশী রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করবে শুনে রাণী রত্নপ্রভা বললেন যে তোমাকে ছাড়া আমি দেওয়ালির শুভরাত্রি কিভাবে কাটাব? শেষমেষ লক্ষণ সেন রানীকে কথা দিলেন যে দেওয়ালি রাতে তিনি যে করেই হোক গৌড়ে ফিরবেন।রাজাদের এইসব কথা যে অল্প মূল্য রাণী তা জানতেন।তাই রানী রাজা কে বললেন যে যদি তুমি কথা না রাখো আমি আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেব। লক্ষণ সেনের বাহিনী কাশি রাজার নগরী অবরোধ করে। তিনি রণাঙ্গনে সারাদিন এমন মত্ত ছিলেন যে ভুলে গিয়েছিলেন দেওয়ালির রাত্রির কথা।তখন নগরবাসীরা দীপাবলীর আয়োজন করছে। রানীকে দেওয়া কথা মনে পড়েছিল রাজার।এখন উপায়?মন্ত্রীকে সব বলায় মন্ত্রী বললেন একটু ব্যয় সাপেক্ষ তবে রাজশক্তির অসাধ্য কি?যাইহোক সেবার তরুণ এক সহস্র নৌকাবাহকদের বিশেষ রূপে পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগামী নৌকায় সেই রাতেই লক্ষণ সেন গৌড়ে পৌঁছে রত্নপ্রভার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। প্রিয় রানীর আত্মহত্যার হুমকি কি এইসব ঘটনার কারণ?... না লক্ষণ সেনের এ এক নারী ঘটিত দুর্বলতা...? তথা অন্তঃপুরিকাদের প্রভাব রাজার উপর ছিল কি প্রবলতর?

আব্দুল্লাহপুর এর বল্লাল সেনের শত্রু বাবা আদমের সমাধি দেখা যায়। বল্লাল দিঘীর কাছে অনেকটা জায়গা জুড়ে রাজপ্রাসাদের চিহ্ন আছে। সেখানে অনেকটা জমি পোড়ামাটি।খুললেই পড়া কয়লা দেখা যায়। এ সম্বন্ধেও এক জমজমাট কাহিনী প্রচলিত। একবার এক ফকির বল্লালের রাজধানী থেকে কিছু দূরে গো-বধ করেছিল। সেই গোমাংস একটা চিঁলে ঠোঁটে করে এনে রাজপ্রাসাদে ফেলে দেয়।রাজা বিশেষ অনুসন্ধান করে জানলেন ব্যাপারটি।রাগে রাজা ফকিরের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার এক শেষ করেন। ফকির তখন বাবা আদম রাইদুম্ব এক মুসলমান সেনাপতির কাছে সাশ্রু নয়নে বল্লালের অত্যাচারের কাহিনী বলেন। বাবা আদম বহু সৈন্য নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে অভিযানে আসেন।মুসলমান সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময় রাজা তার রানীদের কাছে (শীলা দেবী,পদ্মা,সুভাগা, হেম মালিকা,সোনাদেবী এবং চান্দেলি) বিদায় নিতে এলে

রানীরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন যদি দৈবাৎ রাজার পরাজয় ঘটে তবে তারা কি করবেন? বল্লাল সেন রানীদের চুম্বন ও আলিঙ্গন করে তাদের চোখের জল মোছাতে মোছাতে বললেন অন্তঃপুরে আগুন জেলে রাখো। আমি দুটি বিশেষ শিক্ষিত পায়রা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধে আমার পরাজয় হলে মুসলমান সৈন্যরা তোমাদের আক্রমণ করার আগেই পায়রা দুটি আমি ছেড়ে দিলে আকাশপথে রাজ অন্তঃপুরে এসে পড়বে।তখন নিজেদের ইজ্জত রক্ষার্থে তোমরা আগুনে প্রাণ ত্যাগ করবে। রায়দুম্ব বল্লালের হাতে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও নিহত হলেও ভাগ্যের পরিহাসে বিজয়ের উল্লাসে রাজা পায়রা দুটি সুরক্ষার কথা ভুলে যান। পিঞ্জনবদ্ধ পায়রা ছাড়া পেয়ে রাজপ্রাসাদে উড়ে এলে রাজার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে রানীরা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেয়। পিঞ্জর শূন্য দেখে রাজা উন্মত্তের ন্যায় দ্রুত রাজধানীতে যখন ফিরে আসেন ততক্ষণে রাজোদ্যনের শ্রেষ্ঠ কুসুমগুলিকে অগ্নিদেব গ্রাস করেছেন।সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বল্লাল সেনও প্রাণ বিসর্জন দেন।বিক্রমপুর বাসীরা এখনো পোড়া রাজার বাড়ি দেখান।বিতর্ক- ইনি কি বৈদ্য বল্লাল সেন নামক অপর এক রাজা? তাই যদি হয় তবে বৈদ্য বল্লাল সেনের কি লক্ষণ সেন নামে এক পুত্র ছিল? সত্যিই আশ্চর্য নয় কি? অদ্ভুত সাগরের একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে বল্লাল সেন ও রানী স্বেচ্ছায় গঙ্গা গর্ভে দেহত্যাগ করেন। কি মুশকিল - ‘প্রাচীন ইতিহাস কি এখনো এত অনালোকিতই থেকে যাবে?

লক্ষণ সেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তার বয়স প্রায় ৬০ বছর।প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করে এই অশীতিপর বৃদ্ধরাজা পিতার ন্যায় গঙ্গা তীরে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে নদীয়ায় গমন করেন। কিন্তু বিপদ তার পিছু ছাড়ে না,...

‘প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল সাগর।।
বল্লাল রাজার বাড়ি তাহার নিকটে।
ভাঙ্গাচুরা প্রমাণ আছয়ে তার বটে।।’ (গোবিন্দদাসের কড়চা)

১৫১০ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত বল্লাল দিঘিতে স্নান করতেন।যা নবদ্বীপে অবস্থিত। গোবিন্দদাস নিজে চাক্ষুষ দেখে লিখেছিলেন যে ----তার এক তীরের স্তূপ টি বল্লাল রাজার বাড়ি।এখন প্রশ্ন এই বল্লাল সেন তাহলে কোন বল্লাল সেন?যার শেষ জীবন সুখের হয়নি। পদ্মিনী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মহারানী রামদেবী যাকে ত্যাগ করেন।লক্ষণ সেন যার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে একবার রাজদ্রোহিতা পর্যন্ত করেছিলেন।ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস বৃদ্ধ বয়সে সেই পদ্মিনী তাকে ছেড়ে চলে যায়। সুগঠিত বল্লাল শরীরে মারাত্মক পীড়া দেখা যায়। গঙ্গা তীরে কনসার্টে এসে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষিত।হায়রে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ---গোলক ধাঁধা, কানাগলি,হাজারদুয়ারি- কথাগুলি হার মানে এর কাছে....কবে যে এ তিমির বিনাশ হবে কে জানে????....সেন রাজাদের এই কাহিনী অবিশ্বাস্য মনে হলেও তাদের রানীদের প্রাণ বিসর্জনে অবাক হওয়ার কিছু নেই... সেন রাজাদের কাছ থেকে একটু প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে যদি আমরা কালা চুরি বংশের দিকে তাকাই তাহলে দেখব লক্ষিকর্ণের পিতা গঙ্গা দেব যিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেছিলেন তার সাথে ১০০ জনেরও কম নয় যারা তারা মৃত্যুর সময় চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন...খুব সম্ভবত এটি ইতিহাসে ভয়ংকর সতী হওয়ার উদাহরণ তথ্যসূত্রকি প্রেম পেয়েছিল এই ১০০ জনেরও বেশি নারী এক ব্যক্তির মধ্যে? তাহলে বল্লাল ঢিপিই বা আমাদের কাছে আজ অবিশ্বাস্য কেন?

তথ্যসূত্র:

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার -প্রাচীন ভারত
২. দীনেশ চন্দ্র সেন- বাংলাদেশের ইতিহাস
৩. শেখ শুভদয়া গ্রন্থ।
৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাঙলা দেশের ইতিহাস